মদের টাকা জোগাড় করতে শিশু সন্তানকে বিক্রি!

ভারতের ওড়িশা রাজ্যে এক ব্যক্তি মদ কেনার টাকা জোগাড় করতে ৯ মাসের শিশুপুত্রকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সগারাম লোহার নামে ওই ব্যক্তির স্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন।

তিনি জানান, একটি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জোর করে তার কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নেন বাবা। তারপরে দুই ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে দশ হাজার টাকা নেন। নবরঙ্গপুর জেলার উমরকোট থানা এলাকার বাসিন্দা লোহার এরপরে শ্বশুর বাড়িতে গেলে সেখানে আত্মীয়স্বজন ছেলের কথা জানতে চায়। জবাবে তিনি জানান, ছেলে মারা গেছে।

কথায় অসঙ্গতি পেয়ে লোহারের স্ত্রীর কাছে সত্যটা জানতে চাওয়া হয়। তখনই ফাঁস হয় গোটা ঘটনা। ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নবরঙ্গপুর জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট কুশলকার নীতিন ডাগড়ু বলেন, ‘আমরা অপহরণের একটি মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছি। একটাই ভাল খবর, যে বাচ্চাটাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া গেছে। একজনকে গ্রেপ্তারও করেছি আমরা।’

‘কিন্তু গোটা ঘটনায় ওই বাচ্চাটির বাবার ভূমিকাটা ঠিক কী- তা নিয়ে আরও তদন্ত করা দরকার।’

দুবছর আগে ওড়িশা রাজ্যেরই ভদ্রক জেলায় অনেকটা একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তি তার ১১ মাসের ছেলেকে ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। একটা মোবাইল ফোন, রুপার চুড়ি আর মদ কেনার জন্য তিনি ওই কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল।

ভারতে নিজের সন্তান বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝেই খবরে প্রকাশ পায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। অভাবের সংসারে কন্যা সন্তানকে লালন-পালন আর তারপরে বিয়ের খরচ জোগাড় করা দুষ্কর হয়ে যাবে- এই ভাবনা থেকেই সন্তানকে বিক্রি করে দেন অনেকে।